

# পূর্ব অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম এবং নতুন নিয়মের খ্রিস্টধর্মের মধ্যে বৈপরীত্য

## ভূমিকা

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ২-৩ অধ্যায়ে এশিয়া মাইনরের সাতটি মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে যীশু খ্রীষ্টের লেখা পত্র রয়েছে, যার প্রতিটিই ঐতিহাসিক ঠিকানা এবং সময়ের সাথে সাথে বৃহত্তর মণ্ডলীর অবস্থার প্রতীকী প্রতিকল্প হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে, পেরগামামের মণ্ডলীকে (প্রকাশিত বাক্য ২:১২-১৭) প্রায়শই পরকালতাত্ত্বিক কাঠামোতে খ্রিস্টধর্মের এমন একটি পর্যায় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, যা নিপীড়নের মাঝেও বিশ্বস্ততা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিন্তু জাগতিক মৈত্রীর দ্বারা আপোসকৃত—বিশেষত, বালামের (যা মূর্তিপূজা ও অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে) এবং নিকোলাইতানদের (সাধারণ মানুষের উপর যাজকীয় শ্রেণিবিন্যাস) মতো মতবাদ ধারণ করার কারণে। ঐতিহাসিকভাবে, পেরগামাম ছিল সাম্রাজ্যিক উপাসনার একটি কেন্দ্র, যেখানে □□□□□;শয়তানের সিংহাসন□□□□□; সম্ভবত জিউসের বেদি বা রোমান সম্রাটের প্রতি ভক্তিকে নির্দেশ করে, যা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জটিলতার প্রতীক। পূর্ব অর্থোডক্স চার্চের ক্ষেত্রে (আধুনিক মতবাদ ব্যবহার করে পূর্ববর্তী বিশ্লেষণ থেকে পুনঃমূল্যায়িত) এটি প্রয়োগ করলে, প্রাচীন বিশ্বাসের প্রশংসনীয় সংরক্ষণ এবং নতুন নিয়মের বিশুদ্ধতা থেকে কথিত বিচ্যুতির মধ্যে অনুভূত টানাপোড়েনগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিচ্যুতিগুলোর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে একীভূতকরণ (বাইজেন্টাইন সিজারোপেপিজম), শ্রেণিবদ্ধ কাঠামো এবং গর্ভনিরোধ ও বিবাহবিচ্ছেদের মতো আধুনিক ছাড়, যেগুলোকে বালামের শিক্ষার অনুরূপ নৈতিক আপোস হিসেবে দেখা হয়। এই পত্রটি খ্রিস্টের নাম দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার প্রশংসা করে এবং একই সাথে ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি সহনশীলতার নিন্দা জানায়, অনুতাপের আহ্বান জানায় এবং বিজয়ীদের জন্য গুপ্ত মন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই শ্রেণিবিন্যাসটি মতবাদগত সতর্কতার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে, যা সাম্রাজ্য এবং বাইবেল-বহির্ভূত উপাদানগুলোর সাথে অর্থোডক্স ঐতিহাসিক সম্পর্কের সমালোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

□□□□□;অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম□□□□□; বলতে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চকে বোঝায়, যার উৎস আদি খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে নিহিত এবং যা ঐতিহ্য, উপাসনা পদ্ধতি ও মতবাদের মাধ্যমে প্রেরিতদের সাথে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার দাবি করে। এই প্রসঙ্গে প্রায়শই ব্যবহৃত □□□□□;নউ টেস্টামেন্ট খ্রিস্টধর্ম□□□□□; বলতে সাধারণত এমন এক ধরনের খ্রিস্টধর্মকে বোঝায় যা শুধুমাত্র বাইবেলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ভক্তি অনুশীলনের মতো পরবর্তীকালের বিকাশগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে কিছু অর্থোডক্স বিশ্বাস ও অনুশীলন কর্তৃত্ব, পরিত্রাণ, উপাসনা এবং মানব প্রকৃতি বিষয়ে নিউ টেস্টামেন্টের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। তবে, অর্থোডক্স ধর্মতত্ত্ববিদ এবং ধর্মরক্ষাকারীরা দাবি করেন যে তাদের মতবাদগুলো প্রেরিতদের ঐতিহ্য এবং চার্চ ফাদারদের (আথানাসিয়াস, ব্যাসিল দ্য গ্রেট এবং জন অফ দামাস্কাসের মতো আদি খ্রিস্টান নেতাদের) লেখার আলোকে ব্যাখ্যা করা বাইবেলের সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ।

নিম্নে, আমরা বাইবেল এবং অর্থোডক্স চার্চ ফাদারদের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধান কথিত অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরেছি। এগুলো প্রচলিত সমালোচনা এবং অর্থোডক্স খণ্ডনের উপর ভিত্তি করে তৈরি। উল্লেখ্য যে, চার্চ ফাদাররা অর্থোডক্স মতবাদের ভিত্তি, তাই অর্থোডক্স অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য প্রায়শই তাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, যদিও ব্যাখ্যায় ভিন্নতা রয়েছে। আমরা যথাসম্ভব মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের উপর মনোযোগ দিয়েছি এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য উভয় পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরেছি।

## ১. ঐতিহ্যের কর্তৃত্ব বনাম কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থের কর্তৃত্ব

- কথিত স্ববিরোধিতা (সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি): অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম □□□□□;পবিত্র ঐতিহ্য□□□□□; (যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন পরিষদসমূহ, চার্চ ফাদারদের লেখা, উপাসনা পদ্ধতি এবং প্রতিমা)-কে বাইবেলের সমমর্যাদায় উন্নীত করে, যা সমালোচকদের মতে ধর্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বকে বাতিল করে এবং মনুষ্যসৃষ্ট মতবাদের জন্ম দেয়। এটি নতুন নিয়মের সেই বর্ণনার পরিপন্থী, যেখানে ধর্মগ্রন্থকে অতিরিক্ত অদ্রাস্ত উৎসের প্রয়োজন ছাড়াই যথেষ্ট ও ঈশ্বর-প্রেরিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদে বলা হয়েছে: □□□□□;সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বর-প্রেরিত এবং তা শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী, যেন ঈশ্বরের দাস প্রত্যেক সংকাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হতে পারে।□□□□□; সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এটি বাইবেল-বহির্ভূত ঐতিহ্যকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে, যা ঈশ্বরের বাক্যের চেয়ে ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ফরীশীদের প্রতি যিশুর তিরস্কারের প্রতিধ্বনি করে (মার্ক ৭:১৩: □□□□□;এইরূপে তোমরা তোমাদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত ঐতিহ্যের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে বাতিল কর□□□□□;)

- সনাতনপন্থী খণ্ডন: ঐতিহ্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পৃথক বা উর্ধ্বনয়, বরং এটি ধর্মগ্রন্থকে পরিবেষ্টন করে আছে, কারণ বাইবেল নিজেই প্রেরিতদের মৌখিক ও লিখিত শিক্ষাকে ধারণ করার আদেশ দেয়। ২ থেসালোনিকীয় ২:১৫ পদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: “তোমরা দৃঢ় থাকো এবং সেই শিক্ষা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো যা আমরা তোমাদের কাছে মৌখিকভাবে বা চিঠির মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছিলাম।” মহাত্মা বাসিলের (আনুমানিক ৩৩০-৩৭৯ খ্রিস্টাব্দ) মতো চার্চ ফাদারগণ ‘পবিত্র আত্মার উপর’ (অধ্যায় ২৭) গ্রন্থে অলিখিত ঐতিহ্যকে (যেমন, ক্রুশের চিহ্ন) ধর্মগ্রন্থের সমান প্রেরিতীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন বলে স্বীকার করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে, মতবাদের বিকৃতি রোধ করার জন্যই এগুলো হস্তান্তর করা হয়েছিল। সনাতনপন্থী সূত্রগুলো জোর দিয়ে বলে যে, চার্চ ঐতিহ্যের মাধ্যমেই (যেমন, ৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে কার্থেজের মতো পরিষদের মাধ্যমে) নতুন নিয়মের ধর্মগ্রন্থ সংকলন করেছে, তাই ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করা বাইবেলের নিজস্ব কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করে। তারা মনে করেন, শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থের উপর জোর দেওয়া ব্যাখ্যামূলক বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায়, কারণ চার্চের প্রেক্ষাপট ছাড়া বাইবেল নিজে থেকে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়।

## ২. অনুগ্রহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিত্রাণ বনাম কেবল বিশ্বাস

- কথিত স্ববিরোধিতা (সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি): সনাতন মতবাদ পরিত্রাণকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাথে মানুষের সহযোগিতার (সিনার্জিজম) একটি প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা দেয়, যার মধ্যে স্যাক্রামেন্ট ও কঠোর তপস্যার মতো কাজ অন্তর্ভুক্ত, যা □□□□□;দবেতবপূরাপত□□□□□; (খিওসিস, ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠা)-র দিকে পরিচালিত করে। কথিত আছে যে, এটি নতুন নিয়মের সেই নীতির সাথে সাংঘর্ষিক, যেখানে কর্ম ব্যতীত শুধুমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইফিসীয় ২:৮-৯ পদে ঘোষণা করা হয়েছে: □□□□□;কারণ অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ, বিশ্বাসের মাধ্যমে—আর তা তোমাদের নিজেদের থেকে নয়, তা ঈশ্বরের দান—কর্মের দ্বারা নয়, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।□□□□□; সমালোচকরা রোমীয় ৩:২৮ (□□□□□;ব্যবস্থার কর্ম ব্যতীত শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা একজন ব্যক্তি ধার্মিক বলে গণ্য হয়□□□□□;) পদের দিকে ইঙ্গিত করে যুক্তি দেন যে, সনাতন মতবাদ ধার্মিকতাপ্রাপ্তি (ধার্মিকতার তাৎক্ষণিক ঘোষণা) এবং পবিত্রকরণ (ক্রমাগত বৃদ্ধি)-কে গুলিয়ে ফেলে, যা মানুষের প্রচেষ্টা যোগ করার মাধ্যমে আত্মাকে সম্ভাব্যভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।
- সনাতনপন্থী খণ্ডন: পরিত্রাণ অনুগ্রহের মাধ্যমে হয়, কিন্তু বিশ্বাস সক্রিয় এবং সহযোগিতামূলক, কারণ বাইবেল বিশ্বাস ও কর্মকে কোনো বিচ্ছেদ ছাড়াই একীভূত করে। যাকোব ২:২৪ পদে বলা হয়েছে: “তোমরা দেখছ যে, মানুষ কেবল বিশ্বাসের দ্বারা নয়, বরং তার কর্মের দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হয়,” এবং ২৬ পদে আরও বলা হয়েছে: “আত্মা ছাড়া দেহ যেমন মৃত, তেমনি কর্ম ছাড়া বিশ্বাসও মৃত।” আথানাসিয়াসের (আনুমানিক ২৯৬-৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ) মতো চার্চ ফাদারগণ ‘অন দ্য ইনকারনেশন’ গ্রন্থে খিওসিসকে খ্রীষ্টের অবতারের মাধ্যমে মানবজাতির পুনরুদ্ধার হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা অর্জিত পুণ্য নয় বরং ঐশ্বরিক জীবনে অংশগ্রহণ (২ পিতর ১:৪: “যেন তোমরা ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে অংশীদার হতে পারো”)। সনাতনপন্থীরা স্পষ্ট করে যে, কর্ম হলো অনুগ্রহের ফল, পুণ্য নয়, এবং ঐশ্বরিক-মানবিক সমন্বয় দেখানোর জন্য ফিলিপীয় ২:১২-১৩ (□□□□□;ভয় ও কম্পন সহকারে তোমাদের পরিত্রাণ সাধন কর, কারণ ঈশ্বরই তোমাদের মধ্যে কাজ করেন□□□□□;) উদ্ধৃত করেন। তারা যুক্তি দেন যে “কেবলমাত্র বিশ্বাস” বাইবেলের সম্পূর্ণ সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করে এবং আইনহীনতার (অনাচার) ঝুঁকি তৈরি করে।

## ৩. প্রতিমা ও সাধু-সন্তদের আরাধনা বনাম মূর্তিপূজার নিষেধাজ্ঞা

- কথিত স্ববিরোধিতা (সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি): সাধু ও মেরির মূর্তির সামনে মাথা নত করা, চুম্বন করা বা প্রার্থনা করার মতো সনাতন প্রথাগুলোকে মূর্তিপূজা বা আরাধনা হিসেবে দেখা হয়, যা নতুন নিয়মে এই ধরনের প্রথার অনুপস্থিতি এবং পুরাতন নিয়মে খোদাই করা মূর্তির বিরুদ্ধে দেওয়া আদেশের পরিপন্থী। যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৫ (নতুন নিয়মের প্রসঙ্গে উল্লিখিত) সতর্ক করে: □□□□□;তুমি নিজের জন্য কোনো মূর্তি তৈরি করবে না... তুমি তাদের সামনে মাথা নত করবে না বা তাদের পূজা করবে না।□□□□□; সমালোচকরা উল্লেখ করেন যে, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সাধুদের আহ্বান করার কোনো নতুন নিয়মীয় নজির নেই এবং তারা ১ তীমথিয় ২:৫ উদ্ধৃত করেন: □□□□□;কারণ একজনই ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একজনই মধ্যস্থ আছেন, তিনি হলেন মানুষ খ্রীষ্ট যীশু।□□□□□;
- সনাতনপন্থী খণ্ডন: ভক্তি (দুলিয়া) সাধুদেরকে খ্রীষ্টের দেহের সহসদস্য হিসেবে সম্মান করে, যা ঈশ্বরের জন্য সংরক্ষিত উপাসনা (লাত্রিয়া) থেকে পৃথক, এবং আইকনগুলি ঐশ্বরিকতার জানালা, মূর্তি নয়। বাইবেলে ভক্তির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেমন প্রকাশিত বাক্য ৫:৮ (প্রাচীনগণ কর্তৃক সাধুদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন) এবং ইব্রীয় ১২:১ (সাক্ষীদের মেঘ)। চার্চ ফাদার জন অফ দামাস্কাস (আনুমানিক ৬৭৫-৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর □#39;ঐশ্বরিক চিত্রাবলী□#39; গ্রন্থে অবতারবাদের উদ্ভূতি দিয়ে আইকনোক্লাজমের বিরুদ্ধে আইকনকে রক্ষা করেছেন: যেহেতু ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছিলেন (যোহন ১:১৪), তাই তাঁর চিত্রায়ন তাঁর মানবত্বের বাস্তবতাকে সম্মান করে। সনাতনপন্থীরা পুরাতন নিয়মের দৃষ্টান্ত, যেমন সিন্দুকের উপর করুবদের (যাত্রাপুস্তক ২৫:১৮-২২) দিকে ইঙ্গিত করে এবং যুক্তি দেয় যে নতুন নিয়ম এই

ধরনের প্রতীকবাদকে বিলুপ্ত করে না, বরং পূর্ণতা দান করে। সাধুদের কাছে প্রার্থনা করার অর্থ হলো তাঁদের মধ্যস্থতা কামনা করা, যেমন পার্থিব অনুরোধের ক্ষেত্রে করা হয় (যাকোব ৫:১৬: “তোমরা একে অপরের জন্য প্রার্থনা কর”)।

## ৪. আদি পাপ ও মানব প্রকৃতি বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি

- কথিত স্ববিরোধিতা (সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি): সনাতন মতবাদ পূর্বপুরুষের পাপ শিক্ষা দেয় (মানবজাতি আদমের কাছ থেকে মরণশীলতা এবং পাপ করার প্রবণতা উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, কিন্তু ব্যক্তিগত অপরাধবোধ নয়), এবং এটি সম্পূর্ণ অধঃপতন বা আরোপিত অপরাধবোধকে প্রত্যাখ্যান করে। কথিত আছে যে, এটি মানবজাতির দাসত্বের বিষয়ে নতুন নিয়মের বর্ণনাকে শিথিল করে, যা খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তাকে দুর্বল করে দেয়। রোমীয় ৫:১২,১৮ পদে বলা হয়েছে: এক পুরুষের দ্বারা জগতে পাপ প্রবেশ করল, এবং পাপের দ্বারা মৃত্যু... এক অপরাধের ফল ছিল সকলের জন্য দণ্ড;
- অর্থোডক্স খণ্ডন: পতন মৃত্যু ও পচন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু অপরাধবোধ ব্যক্তিগত (যিহিঙ্কেল ১৮:২০: যাকে পাপ করে, সে-ই মরবে);)। চার্চ ফাদার ইরেনিয়াস (আনুমানিক ১৩০-২০২ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর #39;ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে #39; গ্রন্থে আদমের পাপকে মানবজাতিকে দুর্বলতায় সংক্রামিত করা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, স্বয়ংক্রিয় নরকবাস হিসেবে নয়, এবং এটিকে নিরাময় করার জন্য খ্রীষ্টের পুনরালোচনার উপর জোর দিয়েছেন। অর্থোডক্সরা গীতসংহিতা ৫১:৫ (নশ্চয়ই আমি জন্ম থেকেই পাপী ছিলাম)-কে কাব্যিক অপরাধবোধ হিসেবে উদ্ধৃত করেন, মতবাদগত অপরাধবোধ হিসেবে নয়, এবং যুক্তি দেন যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম থেকেই সার্বজনীন দণ্ডাজ্ঞা অনুমান না করেই অনুতাপের জন্য নতুন নিয়মের আহ্বানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

## ৫. ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ (যেমন, ইউকারিস্ট এবং স্বীকারোক্তি) অপরিহার্য বনাম প্রতীকী হিসেবে

- কথিত বৈপরীত্য (সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি): সনাতন ধর্মমত ইউকারিস্টকে খ্রীষ্টের প্রকৃত দেহ ও রক্ত (একটি পুনরাবৃত্ত বলিদানমূলক স্মারক) হিসেবে দেখে এবং ক্ষমার জন্য যাজকদের কাছে স্বীকারোক্তি করাকে আবশ্যিক করে, যা নতুন নিয়মের এককালীন বলিদান এবং ঈশ্বরের কাছে সরাসরি প্রবেশের ধারণার পরিপন্থী। ইব্রীয় ১০:১০,১৪: “যীশু খ্রীষ্টের দেহের বলিদানের দ্বারা আমরা একবারেই পবিত্র হয়েছি... এক বলিদানের দ্বারা তিনি তাদের চিরকালের জন্য সিদ্ধ করেছেন, যারা পবিত্র হচ্ছে।” ১ যোহন ১:৯ ঈশ্বরের কাছে সরাসরি স্বীকারোক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়।
- অর্থোডক্স খণ্ডন: ইউকারিস্ট হলো খ্রীষ্টের অনন্তকালীন বলিদানে অংশগ্রহণ (ইব্রীয় ১০:৮: যীশু খ্রীষ্ট গতকাল, আজ এবং চিরকাল একই);), এটি কোনো পুনঃবলিদান নয়, যেমন যোহন ৬:৫৩-৫৬-তে বলা হয়েছে (যদি তোমরা মনুষ্যপুত্রের মাংস না খাও এবং তাঁর রক্ত পান না করো, তবে তোমাদের মধ্যে কোনো জীবন নেই);)। চার্চ ফাদার আন্ট্রিয়থিয়ার ইগনাসিয়াস (আনুমানিক ৩৫-১০৭ খ্রিস্টাব্দ) স্মির্নীয়দের প্রতি লেখা পত্রে একে অমরত্বের ঔষধ বলেছেন। যাজকদের কাছে পাপস্বীকার যাকোব ৫:১৬ এবং যোহন ২০:২৩ (খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রেরিতদের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রদান) পূর্ণ করে। অর্থোডক্সরা স্যাক্রামেন্টগুলোকে অনুগ্রহ-সিক্ত হিসেবে দেখে, প্রতীকী হিসেবে নয়, যা আদি চার্চের অনুশীলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

## ৬. বাইবেলের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ (দ্বিতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্তি)

- কথিত অসঙ্গতি (সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি): অর্থোডক্স বাইবেলে টোবিট এবং ম্যাকাবিসের (কিছু মতে অ্যাপোক্রিফা) মতো বই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলোকে নিউ টেস্টামেন্টে প্রামাণ্য হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়নি এবং যেগুলোতে কথিত মতবাদগত ত্রুটি রয়েছে (যেমন, ২ ম্যাকাবিস ১২-এ মৃতদের জন্য প্রার্থনা)। এটি যিশুর ব্যবহৃত হিব্রু ধর্মগ্রন্থের বাইরেও ধর্মগ্রন্থের তালিকা প্রসারিত করে, যা নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্নিহিত ৩৯-পুস্তকের ওল্ড টেস্টামেন্টের সাথে সাংঘর্ষিক।
- অর্থোডক্স খণ্ডন: সেপ্টুয়াজিট (গ্রিক পুরাতন নিয়ম, এই বইগুলো সহ) যিশু এবং তাঁর প্রেরিতগণ ব্যবহার করতেন (যেমন, হিব্রু ১১:৩৫ পদে ২ মাকাবেয় ৭ অধ্যায়ের উল্লেখ রয়েছে)। আথানাশিয়াসের মতো চার্চ ফাদারগণ তাঁর ৩৯তম উৎসব পত্রে (৩৬৭ খ্রিস্টাব্দ) এগুলোকে শিক্ষামূলক হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন এবং বিভিন্ন পরিষদ এগুলোকে অনুমোদন দিয়েছে। অর্থোডক্সরা যুক্তি দেন যে এই বইগুলো অপসারণ করা একটি নতুন উদ্ভাবন ছিল এবং এই বইগুলো মধ্যস্থতার মতো মতবাদকে সমর্থন করে (যা প্রকাশিত বাক্য ৮:৩-৪ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)।

সংক্ষেপে, এই বইগুলো বৈপরীত্যগুলোর প্রায়শই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাপদ্ধতি থেকে উদ্ভূত হয়: যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কেবল ধর্মগ্রন্থের উপর জোর দেয়, তারা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেয়, অন্যদিকে অর্থোডক্সরা পিতৃপুরুষগণ এবং পবিত্র

আত্মার দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের উপর গুরুত্বারোপ করে। অর্থোডক্স সূত্রগুলো যুক্তি দেখায় যে তাদের অনুশীলনগুলো নতুন নিয়মের খ্রিস্টধর্মকে মূর্ত করে, অন্যদিকে সমালোচকরা এতে প্রেরিতদের পরবর্তী সংযোজন দেখতে পান। আরও গভীর অনুসন্ধানের জন্য, ফিলোকালিয়া (পিতৃপুরুষদের লেখা)-র মতো মূল গ্রন্থগুলো দেখুন। অর্থোডক্স প্রেস্কাপটে সমর্থিত ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য, দ্বিতীয় মন্দির যুগের ইহুদি ধর্ম এবং আদি গির্জার অনুশীলনগুলো পরীক্ষা করে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে পারে।